আল্লাহর ভয়ে কান্না

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ আল্লাহর ভয়ে কান্না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১৭ বনী ঈসরাঈল, আয়াতঃ ১০৯

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ (109)

অর্থঃ আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর (কোরআন) তাদের বিনয় ও নম্রতাকে আরোও বৃদ্ধি করে।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ৫৯,৬০

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59)

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60)

অর্থঃ তোমরা কি এই কথায় বিস্মিত হচ্ছ আর হাসছ কিন্তু কাঁদছ না।

মুত্তাফাকুন আ’লাইহের একটি হাদীস

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসুল(সাঃ) এমন এক ভাষণ প্রদান করেন, আমি এ ধরণের ভাষণ আর কখনও শুনিনি। এরপর তিনি বলেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে হাসতে খুবই কম; আর কাঁদতে অবশ্যই অধিক পরিমাণে। তিনি(বর্ণনাকারী) বলেন, এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এঁর সাহাবীগণ কাপড়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কাঁদতে থাকেন।

বুখারী ৪৬২১, ৪৬৮৬, মুসলিম ১৩৪, ৩৩৫৯।

মুত্তাফাকুন আ’লাইহের আরোও একটি হাদীস

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লা(সাঃ) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তা’য়লা সাত প্রকারের লোকদেরকে সেদিন দান করবেন অর্থাৎ বিচারের দিন তাঁর (আরশের) ছায়াতলে স্থান দেবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না। (তাঁরা) হচ্ছেনঃ ১)ন্যায় বিচারক নেতা, ২)মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন যুবক, ৩)মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪) যে দু’জন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং এই কারণেই তারা একত্রিত হয় আবার এই কারণেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫) এরূপ ব্যক্তি যাকে

কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী নারী (যৌন কাজে) আহ্বান করেছে এরপর সে বলেছে আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, এমন কি তার ডান হাত কি দান করেছে তার বাম হাতও তা জানতে পারে না, ৭) এরূপ ব্যক্তি যে নিরালায় আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর তার দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর অবাধ্য না হই, আল্লাহর পাকড়াও বড় কঠোর। আল্লাহর ভয়ে আমরা নির্জনে অশ্রু প্রবাহিত করে, আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করা যায়, আল্লাহ মহান দয়াশীল, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....